[২০২১] ২ এস.সি.আর. ১৪৫

কপিল আগরওয়াল এবং অন্যান্য

বনাম

সঞ্জয় শর্মা এবং অন্যান্য

(ফৌজদারি আপিল নং ২০২১ সালের ১৪২)

মার্চ ১,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধানঃ

ধারা ২২৬ – রিট আবেদন – এফআইআর বাতিল করার জন্য (ধারা ৪২০/৪০৬ আইপিসি) – অভিযোগকারীর ডিস্ট্রিবিউশন চুক্তি বাতিল হওয়ার পর উৎপাদনকারী সংস্থা অভিযোগকারীর বকেয়া অর্থ দাবি করে – বকেয়া অর্থের জন্য অভিযোগকারী যে চেক ইস্যু করেছিলেন, তা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ধারা ১৩৮, এনআই অ্যাক্ট-এর অধীনে মামলা বিচারাধীন – উৎপাদনকারী সংস্থার একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তহবিল আত্মসাৎ করার অভিযোগের পর পুলিশ চূড়ান্ত নেতিবাচক প্রতিবেদন জমা দেয় – অভিযোগকারীর আরেকটি অভিযোগ ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসি এর অধীনে সংস্থার কর্মকর্তাদের (আপিলকারীদের) বিরুদ্ধে আদালতে বিচারাধীন – প্রায় ২ বছর পর অভিযোগকারী আপিলকারীদের (সংস্থার কর্মকর্তাদের) বিরুদ্ধে ধারা ৪২০/৪০৬ আইপিসি-এর অধীনে এফআইআর দায়ের করেন – ধারা ২২৬-এর অধীনে আবেদন, এফআইআর বাতিলের জন্য – উচ্চ আদালত প্রত্যাখ্যান করে – সুপ্রিম কোর্টে আপিল – রায়: পূর্বের অভিযোগের ভিত্তিতে একই অভিযোগ এবং উল্লেখ সহ এফআইআর দায়ের করায় কোনো বাধা নেই – অতএব, ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসি-এর অধীনে পূর্বের অভিযোগ বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও, বর্তমান এফআইআরের গ্রহণযোগ্যতায় কোনো প্রভাব পড়বে না – তবে, যদি পরবর্তী এফআইআরকে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং অভিযুক্তদের হয়রানি করার জন্য ব্যবহৃত বলে মনে হয়, তবে ধারা ২২৬ বা ধারা ৪৮২ সিআরপিসি-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এটি বাতিল করা যেতে পারে – বর্তমান মামলার তথ্যসমূহে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী অভিযুক্তদের হয়রানি করার উদ্দেশ্যে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করে এফআইআর দায়ের করেছেন – অতএব, উচ্চ আদালত বিচারসঙ্গত ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য এটি বাতিল করা উচিত ছিল – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৮২।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

ধার্য করেঃ ১. এটি বলা সঠিক নয় যে সংশ্লিষ্ট এফআইআরটি অগ্রহণযোগ্য হবে এবং শুধুমাত্র এই কারণে বাতিল এবং

বাতিলযোগ্য হওয়া উচিত যে একই অভিযোগের ভিত্তিতে বেসরকারি উত্তরদাতা-অভিযোগকারী ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসি-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছেন, যা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন। ধারা ২১০ সিআরপিসি অনুযায়ী, যদি কোনো মামলা পুলিশ প্রতিবেদন ছাড়া অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় শুরু হয়, অর্থাৎ একটি অভিযোগ মামলায়, এবং তদন্ত বা বিচারের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এটি স্পষ্ট হয় যে, অপরাধটির বিষয়ে পুলিশের তদন্ত চলছে যা তার তদন্ত বা বিচারের বিষয়বস্তু, সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট সেই তদন্ত বা বিচার স্থগিত করবেন এবং তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রতিবেদন আহ্বান করবেন। এছাড়াও, যদি ধারা ১৭৩ সিআরপিসি-এর অধীনে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা প্রতিবেদন জমা দেন এবং সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ মামলার অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের দায় স্বীকার করেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ মামলা এবং পুলিশের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উদ্ভূত মামলাটি একইসঙ্গে তদন্ত বা বিচার করবেন, যেন উভয় মামলাই পুলিশের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, যদি পুলিশ প্রতিবেদনটি অভিযোগ মামলার কোনো অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কিত না হয় বা ম্যাজিস্ট্রেট ওই পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনো অপরাধের দায় স্বীকার না করেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেট স্থগিত তদন্ত বা বিচার সিআরপিসির বিধান অনুযায়ী পুনরায় শুরু করবেন। অতএব, শুধুমাত্র এই কারণে যে একই তথ্য ও অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্বে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, এফআইআর দায়ের করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। [আনুচ্ছেদ ৫][১৫৬-ডী-এইচ; ১৫৭-এ-ডী]

২. যাইহোক, একই সময়ে, যদি দেখা যায় যে পরবর্তী এফআইআরটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং/অথবা শুধুমাত্র অভিযুক্তকে হয়রানি করার জন্য দায়ের করা হয়েছে, তবে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বা সিআর.পি.সি ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা বাতিল করা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, অভিযোগের মামলাটি সিআর.পি.সি এর বিধান অনুসারে আরও এগিয়ে যাবে। [আনুচ্ছেদ ৬] [১৫৭-ই-এফ]

৩. ধারা ৪৮২ সিআর.পি.সি এবং/অথবা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ারটি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যধারাকে হয়রানির অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। যখন

আদালত সন্তুষ্ট যে ফৌজদারি কার্যধারা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান বা এটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযুক্তদের উপর চাপ সৃষ্টি করার সমান, এই ধরনের কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা-মূল অভিযোগকারীর দ্বারা দায়ের করা অভিযুক্ত/পরবর্তী এফআইআরকে আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং অভিযুক্তদের উপর চাপ সৃষ্টি করা বলা যেতে পারে। এটি মামলার তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়। অতএব, যখন অভিযুক্ত এফআইআর আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং আপিলকারী-অভিযুক্তদের হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন হাইকোর্টের উচিত ছিল ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে অভিযুক্ত এফআইআর বাতিল করা। [আনুচ্ছেদ ৬.১, ৭ এবং ৮] [১৫৭-এফ-জি; ১৫৮-বি-এইচ; ১৫৯-এ-ই]

পর্বতভাই আহির বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৬৪১: [২০১৭] ১০ এস. সি. আর ১২-এর উপর নির্ভরশীল।

৪. আই. পি. সি-র ৪২০/৪০৬ ধারার অধীনে দায়ের করা অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যধারা/এফ. আই. আর, এতদ্বারা বাতিল করা হয় এবং উপরোক্ত ভিত্তিতে খারিজ করে দেওয়া হয়। এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে আদালত ১৫৬ (৩) আবেদন আকারে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন থাকায় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা করা অভিযোগের যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু প্রকাশ করেনি।

জি সাগর সুরি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০০) ২ এস. সি. সি ৬৩৬: [২০০০] আই এস. সি. আর ৪১৭ ৩; জেটকিং ইনফোট্রেন লিমিটেড বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৫) আই. এল এস. সি. সি ৭৩০: [২০১৫] ৩ এস. সি. আর ৫৭২-এর উপর নির্ভরশীল।

উমা শঙ্কর গোপালিকা বনাম বিহার রাজ্য (২০০৫) ১০ এস. সি. সি. ৩৩৬ ৩; মহম্মদ ইব্রাহিম বনাম বিহার রাজ্য (২০০৯) ৮ এস. সি. সি. ৭৫১: [২০০৯১ ১৩ এস.সি.আর. ১২৫৪ ৩; ভেসা হোল্ডিংস (পি) লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৫) ৮ এস. সি. সি. ২৯৩: [২০১৫] ৪ এস.সি.আর. ২৭; রবার্ট জন ডি 'সুজা বনাম স্টিফেন ভি. গোমেস (২০১৫) ৯ এস. সি. সি. ৯৬: [২০১৫] ৮ এস.সি.আর. ৬৬২; হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, ১৯৯২ সম্পুরক. (১) এস. সি. সি. ৩৩ ৩ ৫. কে. আলাঘ বনাম ইউ. পি রাজ্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি. ৬৬২:২ এস.সি.আর. ১০৮৮; সর্দার সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৭৭) ১ এস. সি. সি. ৪৬৩; সুশীল বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৮) ৩ এস. সি. সি. অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য (২০২০) ৩ এস. সি. সি ২৪০: [২০২০] ১ এস. সি. আর ৫৮২-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০০০] ১ এসসিআর ৪১৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৫
[২০১৫] ৩ এসসিআর ৫৭২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৫
(২০০৫) ১০ এসসিসি ৩৩৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৬
[২০০৯] ১৩ এসসিআর ১২৫৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৮
[২০১৫] ৪ এসসিআর ২৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৮
[২০১৫] ৮ এসসিআর ৬৬২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৮
১৯৯২ সম্পুরক. (১) এসসিসি ৩৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৮
[২০০৮] ২ এসসিআর ১০৮৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৯
(১৯৭৭) ১ এসসিসি ৪৬৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৯
(২০০৮) ৫ এসসিসি ৬৮৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.৯
[২০২০] ১ এসসিআর ৫৮২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩.১০
[২০১৭] ১০ এসসিআর ১২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬.২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ এর ফৌজদারি আপিল নং ১৪২।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২০১৭ সালের ফৌজদারি বিবিধ রিট পিটিশন নং ১৮৩০৮-এর রায় ও আদেশ থেকে

০৮.০৯.২০১৭ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশ, ক্রিমিনাল মিসলেনিয়াস রিট পিটিশন নং ১৮৩০৮ অফ ২০১৭।

কে. ভি. বিশ্বনাথন (জ্যেষ্ঠ আইনজীবী), অমর্ত্য এ. শরণ, অমিত আনন্দ তিওয়ারি, মেরি মিত্জি, দেবযানী গুপ্ত আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী।

এম. সি. ধিংগরা, রাঘবেন্দ্র শুক্লা, অভিরাল সাক্সেনা, গৌরব ধিংগরা, গারিমা প্রসাদ প্রতিবাদীদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১. ২০১৭ সালের ০৮.০৯.২০১৭ তারিখের ফৌজদারি বিবিধ রিট পিটিশন নং ১৮৩০৮-এ এলাহাবাদের হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা আপিলকারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত উক্ত রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছে, যাতে ২০১৭ সালের কেস ক্রাইম নং ৭৯০ হিসাবে নিবন্ধিত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনটি বাতিল করার জন্য, আইপিসি ধারা ৪২০/৪০৬, পুলিশ স্টেশন লোনি বর্ডার, জেলা গাজিয়াবাদের অধীনে, মূল রিট/অভিযুক্তরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

২. বর্তমান আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

[এম.আর. শাহ, বিচারপতি]

একটি সংস্থা, সর্বশ্রী বরুণ বেভারেজেস লিমিটেড (সংক্ষেপে, 'ভিবিএল') পেপসিকো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের একটি লাইসেন্সধারী ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং পেপসিকো ব্র্যান্ডের অধীনে কার্বনেটেড মিষ্টি জল, ফলের রস এবং প্যাকেটজাত পানীয় জলের উৎপাদন ও বিক্রয়ে নিযুক্ত। ২০১৩ সালে, ভিবিএল অভিযোগকারী সংস্থার সঞ্জয় শর্মার ফার্মকে গাজিয়াবাদের লোনি এলাকায় তাদের পণ্য বিক্রয় ও বিতরণের জন্য ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে নিয়োগ দেয়। ২০১৪ সালে, সংস্থা ডিস্ট্রিবিউশন চুক্তি বাতিল করে, যা আপিলকারীদের মতে, অভিযোগকারী (রেসপন্ডেন্ট নং ১)-এর বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করার কারণে ঘটেছিল। আপিলকারীদের মতে, হিসাব-নিকাশ এবং সংস্থার রক্ষিত হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে, সমস্ত দাবি এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট সমন্বয়ের পরে, অভিযোগকারীর উপর সরবরাহিত সামগ্রীর জন্য ৯,৪৬,২৮০/- টাকা বকেয়া পাওনা হয়। অভিযোগকারী ১৫.০৯.২০১৪ তারিখে সংস্থার (ভিবিএল) পক্ষে একটি চেক ইস্যু করেন। উক্ত চেকটি ২২.০৯.২০১৪ তারিখে নগদায়নের জন্য জমা দেওয়া হয়, কিন্তু অভিযোগকারীর ব্যাংকার এটি "অপর্যাপ্ত তহবিল" কারণে প্রত্যাখ্যান এবং ফেরত পাঠায়। এরপরে, আইন অনুযায়ী নোটিশ প্রেরণের পরেও অর্থ প্রদান না হওয়ায়, আপিলকারীরা ০৭.১১.২০১৪ তারিখে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, গাজিয়াবাদের আদালতে চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত আইন (ধারা ১৩৮, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট)-এর অধীনে একটি ফৌজদারি অভিযোগ (মামলা নং ৭৬৫২/২০১৪) দায়ের করেন। অভিযোগকারীকে বিচারপ্রক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তলব করা হয়। এই মামলা বর্তমানে বিচারাধীন। অভিযোগকারী সংস্থা ভিবিএলের একজন কর্মকর্তা, যথা, বিপুল ভার্মার বিরুদ্ধে ১৫.০৯.২০১৪ তারিখে এফআইআর নং ১৫৬৫/২০১৪ দায়ের করেন, যেখানে ৬,০০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। পুলিশের তদন্তের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০.০১.২০১৫ তারিখে চূড়ান্ত নেতিবাচক প্রতিবেদন (নং ৪৭/২০১৫) জমা দেন।

২.১ রেসপন্ডেন্ট নং ১ (আর১) ০৯.০২.২০১৫ তারিখে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ₹৩১,১২,৩৭৫/- আত্মসাতের অভিযোগে আরও একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর আর১ গাজিয়াবাদ জেলার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ এর আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩)-এর অধীনে একটি অভিযোগ/আবেদন দায়ের করেন। এই আবেদনে আর১ পুলিশ স্টেশন লোনিকে আপিলকারীদের এবং সংস্থার আরও দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানান, যেখানে ৩১,১২,৩৭৫/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। শ্রদ্ধেয় ম্যাজিস্ট্রেট, এফআইআর নথিভুক্ত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে, বিষয়টিকে একটি অভিযোগ মামলা হিসেবে বিবেচনা করে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ২৩.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশ অনুসারে, শ্রদ্ধেয় ম্যাজিস্ট্রেট আর১-এর আবেদনকে ধারা ১৫৬(৩)

সিআরপিসি-এর অধীনে একটি অভিযোগ মামলা হিসেবে গণ্য করেন এবং আর১-কে ধারা ২০০ সিআরপিসি অনুযায়ী তার বক্তব্য রেকর্ড করার সুযোগ দেন।

২.২ ধারা ১৫৬ (৩) সিআর.পি.সি-এর অধীনে আবেদনটিকে একটি অভিযোগ মামলা হিসাবে বিবেচনা করে ২৩.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ বোধ করে, আর১ গাজিয়াবাদের শিক্ষানবিশ দায়রা আদালতে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন নং. ৭০/২০১৫ দায়ের করে। যে গাজিয়াবাদের শিক্ষানবিশ দায়রা বিচারক উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি মঞ্জুর করেন এবং শিক্ষানবিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা প্রদত্ত ২৩.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশ বাতিল করে বিষয়টি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফিরিয়ে দেন যাতে রেকর্ড করা উপাদানগুলি বিবেচনা করা যায় এবং ধারা ১৫৬ (৩) সিআর.পি.সি-এর অধীনে আবেদন বিবেচনা করার কারণ নির্ধারণের জন্য নতুন করে বক্তৃতা আদেশ দেওয়া যায়। এরপরে শিক্ষানবিশ ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের কাছ থেকে একটি অ্যাকশন রিপোর্ট চেয়েছিলেন। যে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ০৯.০৮.২০১৫-এর উপর শিক্ষানবিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। যে উক্ত কার্যধারাটি বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন রয়েছে।

২.৩ যে প্রায় দুই বছর পর, আর১ গাজিয়াবাদ জেলার লোনি থানায় আইপিসি ধারা ৪০৬/৪২০ এর অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত এফআইআর দায়ের করে। উক্ত এফআইআরের অভিযোগগুলি ১৫৬ (৩) সিআর.পি.সি ধারার অধীনে আবেদনে করা অভিযোগের অনুরূপ/অনুরূপ, যা ২০১৫ সাল থেকে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে।

এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে উক্ত এফআইআরটি কপিল আগরওয়াল (আপিলকারী নং ১ – পরিচালক), শরদ গর্গ (আপিলকারী নং ২ – মাল্টি ইউনিট ম্যানেজার), এবং দীপক শর্মা (আপিলকারী নং ৩ – সেলস হেড)-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়। এরপর আপিলকারীরা ভারতের সংবিধানের ধারা ২২৬-এর অধীনে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতে ক্রিমিনাল মিসলেনিয়াস রিট পিটিশন নং ১৮৩০৮ অব ২০১৭ দাখিল করেন, যার মাধ্যমে ধারা ৪২০/৪০৬ আইপিসি-র অধীনে পুলিশ স্টেশন লোনি বর্ডার, জেলা গাজিয়াবাদের মামলা অপরাধ নং ৭৯০ অব ২০১৭-এর এফআইআরটি বাতিলের আবেদন করা হয়। উক্ত আদেশ এবং রায়ে উচ্চ আদালত এফআইআরটি বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানায়। আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে উক্ত এফআইআর, প্রাথমিকভাবে, একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধের তথ্য প্রদান করে।

২.৪ গাজিয়াবাদ জেলার ইওনি সীমান্ত থানা আইপিসি-র ৪২০/৪০৬ ধারার অধীনে ২০১৭ সালের মামলা অপরাধ নং ৭৯০ হিসাবে এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকার করে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে মূল অভিযুক্তরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

৩. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কে. ভি. বিশ্বনাথন জোরালোভাবে বলেছেন যে, অভিযুক্ত এফআইআরটি সম্পূর্ণ দেওয়ানি বিরোধকে ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করে আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

৩.১ এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এফআইআরের বিষয়বস্তুগুলি দেখায় যে এটি দলগুলির মধ্যে ১৫ মাস ধরে নিয়মিত ব্যবসায়িক লেনদেনে নেওয়া কমিশন এবং বিক্রয়ের উপর ছাড় পুনরুদ্ধারের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে। অতএব, এটি একটি সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক বিরোধ।

৩.২ এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযোগকারীর দ্বারা কোনও দেওয়ানি কার্যধারা দায়ের করা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত এফআইআরটি কেবল আবেদনকারীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছে।

৩.৩ আরও বলা হয়েছে যে, ১৫৬ (৩) সিআর.পি.সি ধারার অধীনে আবেদনটির বিচারাধীনতা সম্পর্কে কোনও ফিসফিসও নেই। এফ. আই. আর-এ, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন। এবং এই সত্যের কোনও উল্লেখ নেই যে, এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে কোনও মামলা চলছে।

৩.৪ এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ১৫৬ (৩) ধারার আবেদনের বিষয়ে পুলিশ রিপোর্ট তার বিরুদ্ধে গেছে, আরআই আগের কার্যধারাটি এতে অংশ না নিয়ে দুই বছর ধরে ঝুলে রেখেছে এবং একই অভিযোগের সাথে একটি নতুন এফআইআর দায়ের করেছে। এটি জমা দিয়েছে যে একই অভিযোগের উপর নতুন এফআইআর কেবল আবেদনকারীদের গ্রেপ্তার করার এবং আবেদনকারীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার লক্ষ্যে দায়ের করা হয়েছে।

৩.৫ জি সাগর সুরি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০০) ২ এস. সি. সি. ৬৩৬ এবং জেটকিং ইনফোট্রেন লিমিটেড বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৫) ১১ এস. সি. সি. ৭৩০ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে যে, এন. আই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অভিযোগের বিচারাধীনতা এবং পরবর্তী এফ. আই. আর এর পাল্টা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান মামলাটি স্পষ্টতই আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং তাই অভিযুক্ত এফ. আই. আর বাতিল এবং বাতিল করার যোগ্য।

৩.৬ উমা শঙ্কর গোপালিকা বনাম বিহার রাজ্য (২০০৫) ১০ এস. সি. সি ৩৩৬-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, এটি জমা দিয়েছে যে যেহেতু বিরোধটিকে একটি বিশুদ্ধ দেওয়ানি বিরোধ বলা যেতে পারে, যাকে ফৌজদারি রঙ দেওয়া হয়েছে, তাই এটি বাতিল এবং বাতিল করার যোগ্য।

৩.৭ আরও বলা হয়েছে যে, এমনকি অভিযুক্ত এফআইআর-এর অভিযোগগুলি মুখ মূল্যে গ্রহণ করলেও, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৪০৬/৪২০ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ করা হয় না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সর্বোপরি, অভিযুক্ত এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে আর১ কোম্পানিকে কিছু অর্থ অর্পণ করেছে যা কোম্পানিটি তার অনুরোধে তাকে দেয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানি-ভিবিএল-কে এমনকি অভিযুক্তও করা হয়নি এবং আপিলকারীদের পরিচালক, মাল্টি ইউনিট ম্যানেজার এবং বিক্রয় প্রধান হিসাবে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় অভিযুক্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে।এটি দাখিল করেছে যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি ৪০৬ ধারার অধীনে মামলা করার জন্য, অবশ্যই একটি অভিযোগ থাকতে হবে যে আর১ আবেদনকারীদের প্রাসঙ্গিক কমিশন/সুবিধাগুলি ভি. বি. এল অফিসার হিসাবে নয়, তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় অর্পণ করেছে।

৩.৮ আরও বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত এফআইআর-এর বিষয়বস্তু খালি চোখে দেখার পরেও আইপিসি-র ৪২০ ধারার অধীনে প্রতারণার অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, কোনও অভিযোগ নেই যে, আবেদনকারীরা (ক) কোনও মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা করে আর১-কে প্রতারিত করেছে; বা আরআই-এর কাছ থেকে কোনও বিষয় অসৎভাবে গোপন করেছে; বা অন্য কোনও কাজ বা বাদ দিয়ে; (খ) প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে আরআই-কে সুরক্ষা হিসাবে হস্তান্তরিত চেকগুলি সরবরাহ করতে প্ররোচিত করেছে, বা দাবি করা কমিশন/সুবিধাগুলি ভিবিএল-কে অর্পণ করতে সম্মত হয়েছে; অথবা এমন কিছু করা বা বাদ দেওয়া যা আরআই প্রতারিত না হলে করত না বা বাদ দিত না। মহম্মদ ইব্রাহিম বনাম বিহার রাজ্য (২০০৯) ও এস. সি. সি ৭৫১-এর ক্ষেত্রে, ভেসা হোল্ডিংস লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৫) ও এস. সি. সি ২৯৩-এর ক্ষেত্রে, রবার্ট জন ডি 'সুজা বনাম স্টিফেন ভি. গোমেস (২০১৫) ৯ এস. সি. সি ৯৬-এর ক্ষেত্রে এবং হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, ১৯৯২ সম্পুরক (১) এস. সি. সি ৩৩-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে।

৩.৯ আরও বলা হয়েছে যে, এফআইআর-এর অভিযোগ অনুসারেও অর্থ কোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্য, আবেদনকারীদের কাছ থেকে নয়। কোনও আবেদনকারীর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে কোনও দায়িত্ব অর্পণ বা ধরে রাখা হয় না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এস. কে. আলাঘ বনাম ইউ. পি রাজ্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৬৬২, সর্দার সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৭৭) ১ এস. সি. সি ৪৬৩ এবং মাকসুদ সাইয়্যেদ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৬৮৮-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যে রায় দিয়েছে, এমনকি যখন কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে আই. পি. সি-র ৪০৬ ধারার অধীনে মামলা করা হয়, তখনও কোনও সংস্থার পরিচালক বা কর্মকর্তাদের কাছে পরোক্ষ দায়বদ্ধতা বাড়ানো যায় না।

৩.১০ এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু মূল অভিযোগগুলি কোম্পানির বিরুদ্ধে এবং সংস্থাটিকে এফআইআরে অভিযুক্ত হিসাবে করা হয়নি, তাই এটি বাতিল এবং বাতিল করার যোগ্য। সুশীল শেঠি বনাম অরুণাচল প্রদেশ

রাজ্য (২০২০) ৩ এসসিসি ২৪০ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৩.১১ উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, এটি বর্তমান আপিল এবং বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে এবং ২০১৭ সালের মামলা অপরাধ নং ৭৯০, আইপিসি ৪২০/৪০৬, পুলিশ স্টেশন লোনি বর্ডার, জেলা গাজিয়াবাদের অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা এবং এফআইআর বাতিল করার জন্য অনুরোধ করেছে, কারণ একই আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪. বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করেছেন শ্রী এম. সি. ধিংরা, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী-মূল অভিযোগকারী।

৪.১ এতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু এফআইআরটি আমলযোগ্য অপরাধের কথা প্রকাশ করে, তাই হাইকোর্ট যথাযথভাবে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এফআইআরটি বাতিল করতে অস্বীকার করেছে।

৪.২ এটি জমা দেওয়া হয় যে প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রাপ্য এবং প্রদেয় অর্থ পেতে ব্যর্থ হওয়ায়, অভিযোগকারীকে গাজিয়াবাদের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৫৬ (৩) সিআর.পি.সি ধারার অধীনে আবেদন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে, আইপিসি ৪২০,৪০৬,৪৬৭,৪৬৮,৪৭১,৩৪/১২০-খ ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগের উল্লেখ না করে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট ২০০ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদনটিকে অভিযোগ মামলা হিসাবে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া ২৩.০৩.২০১৫ তারিখের একটি খুব গোপন আদেশের মাধ্যমে। ক্ষুব্ধ হয়ে, অভিযোগকারী বিজ্ঞ দায়রা আদালতের সামনে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা পছন্দ করেন, যা ৮.৭.২০১৫ তারিখে ২৩.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেয় এবং নথিভুক্ত উপাদানগুলি বিবেচনা করার জন্য এবং ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে অভিযোগকারীর আবেদনের একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশের মাধ্যমে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মামলাটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফেরত পাঠায়। এটি জমা দেয় যে আবারও একই তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা একটি ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল যিনি আগে ক্লোজার রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। এটি জমা দিয়েছে যে যেহেতু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ক্লোজার রিপোর্টের উপর কোনও আদেশ পাস করেননি এবং ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদনটি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিবেচনাধীন রেখেছিলেন, যা অভিযোগকারীর ন্যায়বিচারের জন্য যন্ত্রণাদায়ক ছিল, তাই অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত এফআইআর দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যাতে সংস্থা এবং এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছিল-আবেদনকারীরা এখানে। এটি জমা দিয়েছে যে, তবে, পুলিশ আবেদনকারীদের আইপিসি ধারা ৪২০/৪০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হিসাবে সাজিয়েছে, যদিও এর তথ্যগুলি অভিযোগকারীর ফাঁকা চেক নং ০৩৮৬১১, এর অধীনে জালিয়াতির জন্য আইপিসি ধারা ৪৬৭,৪৬৮,৪৭১ এর অধীনে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেছে। কোম্পানির কাছে সিকিউরিটি হিসাবে থাকা পাঁচটি ফাঁকা চেকের মধ্যে এটি নগদ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু চেকটি অসম্মানিত হওয়ায় সফল হতে পারেনি। এটি দাখিল হয়

যে অভিযোগকারীকে কমিশন দেওয়ার জন্য কোম্পানিটি ৩১,১২,৩৭৫.০৬ টাকা পাওনা ছিল-যে উত্তরদাতা তার সাথে বিশ্বাসে ছিল, কিন্তু তাকে টাকা দেয়নি এবং এইভাবে তাকে প্রতারণা করে বিশ্বাসও লঙ্ঘন করেছে। এটি জমা দিয়েছে যে এফআইআরে, এটিও অভিযোগ করা হয়েছিল যে অর্থ দাবি করার পরে তারা তাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল এবং তাই অভিযুক্ত _ এফআইআর আইপিসি ধারা ৫০৬ এর অধীনে একটি অপরাধের কমিশনও প্রকাশ করে।

৪.৩ আপিলকারীদের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তি অনুযায়ী, অভিযোগিত এফআইআর দায়ের করতে দুই বছরের অজুহাতহীন বিলম্ব হয়েছে, যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে এফআইআর নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব হয়নি। বলা হয়েছে, বিলম্ব একটি মিশ্র প্রক্রিয়া, যা বাস্তব ও আইনি বিষয় এবং এটি প্রতিরক্ষা হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এটি বিচারপর্বে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আরও বলা হয়েছে, এফআইআর দায়ের করতে বিলম্ব সব ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর নয়, কারণ এটি বিচারপর্বে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বলা হয়েছে, এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের জন্য এটি বাতিল করার বিষয়টি কোনো অমোঘ নিয়ম নয়।

৪.৪ আপিলকারীদের পক্ষে আরও বলা হয়েছে, একই অভিযোগের ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩)-এর অধীন একটি আবেদন বিচারাধীন থাকা অবস্থায় এফআইআর নথিভুক্ত করা যাবে না। এর জবাবে বলা হয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২১০ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একই অভিযোগ/তথ্যের ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪-এর অধীন এফআইআর নথিভুক্ত করা যেতে পারে, এমনকি অভিযোগ মামলাটি বিচারাধীন থাকলেও। বলা হয়েছে, এফআইআর বাতিল করলে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩)-এর অধীনে বিচারাধীন অভিযোগটিও ভেঙে যাবে।

৪.৫ আরও বলা হয়েছে যে, যদিও এফআইআরে ধারা ৪২০/৪০৬ আইপিসি উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ধারা ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৩৪/১২০-খ আইপিসি-এর অপরাধের তথ্যও উল্লেখ রয়েছে। তবে পুলিশ শুধুমাত্র ধারা ৪২০/৪০৬ আইপিসি-র অধীন এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। বলা হয়েছে, বিচার আদালত ধারা ২১৬ সিআরপিসি-র অধীনে ক্ষমতা ব্যবহার করে রায় প্রদানের আগে যে কোনো সময় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ধারাগুলি যোগ করতে পারে।

৪.৬ আপিলকারীদের পক্ষ থেকে যে যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসি-এর অধীন বিচারাধীন আবেদনের বিষয়টি এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি একটি স্থির আইনি নীতি যে এফআইআর কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া নয়। এছাড়াও বলা হয়েছে যে, ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসি-এর অধীন বিচারাধীন অভিযোগের উল্লেখ না থাকলেও তা আপিলকারীদের কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না। আরও বলা হয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২১০ অনুযায়ী, এফআইআরের তদন্ত চলাকালীন বিচারকের সামনে বিচারাধীন

কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হয়। উল্লেখ করা হয়েছে যে একই অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারাধীন মামলার পাশাপাশি এফআইআর নথিভুক্ত করা আইনের পরিপন্থী নয়।

৪.৭ এখন যতদূর পর্যন্ত আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে সংস্থাটি এফআইআর-এ অভিযুক্ত হিসাবে যোগ দেয়নি, ততদূর পর্যন্ত এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, পুলিশের উচিত ছিল সংস্থাটিকে এফ. আই. আর-এ অভিযুক্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এফ. আই. আর-এ নাম থাকা আবেদনকারীরা বিতর্ক করেননি যে তারা কোম্পানির প্রধান কর্মী এবং সমস্ত দিক থেকে অভিযোগকারীর ডিলারশিপ পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীরা তাদের সহ-অভিযুক্ত হিসাবে সংস্থার অনুপস্থিতির জন্য কোনও সুবিধা নিতে পারবেন না। প্রমাণ সংগ্রহের পরে অভিযোগপত্রে পুলিশ দ্বারা অভিযুক্ত হিসাবে সংস্থাটিকে সাজানো যেতে পারে। এটি জমা দেওয়া হয় যে কোনও সুযোগে পুলিশ তা বাদ দিলেও, ট্রায়াল কোর্টের ৩১৯ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে কোম্পানিকে সহ-অভিযুক্ত হিসাবে বিচারের জন্য তলব করার ক্ষমতা রয়েছে।

৪.৮ এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্তরা তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য অনাক্রম্যতা পায়নি কারণ তারা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ১৩৮ এনআই আইনের অধীনে অভিযোগ করেছে। এটি জমা দিয়েছে যে অন্যথায় সমস্ত ক্রস ফৌজদারি মামলাগুলি প্রত্যাখ্যান করা হবে যদি এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করা হয়।

৪.৯ এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে, আবেদনকারীরা ইমেলের মাধ্যমে এবং যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হার্ড কপির মাধ্যমে স্বীকার করেছেন যে, ৩৪,৫০,৪১৮/- টাকা-কমিশন, প্রণোদনা এবং ছাড় ইত্যাদির মাধ্যমে উত্তরদাতাকে প্রদেয়। এই পরিমাণ ডিলারশিপের সমাপ্তির পরে আবেদনকারীরা এবং ট্রাস্টে থাকা সংস্থাটি ধরে রেখেছিল। সংস্থা এবং আপিলকারীরা উক্ত পরিমাণটি প্রদান করেনি এবং এর ফলে উত্তরদাতাকে প্রতারণা করেছে এবং আস্থা ভঙ্গ করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে "আবেদনকারীরা এখন স্পষ্টভাবে উক্ত স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক করছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে কেবলমাত্র ইমেল এবং হার্ড কপির মাধ্যমে স্বীকৃতিগুলি আবেদনকারীদের দ্বারা বিতর্কিত হওয়ার কারণে, এর ফলে এফআইআর বাতিল হবে না।

৪.১০ উপরোক্ত যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হয়েছে যে এফআইআরে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের তথ্য উল্লেখ থাকায়, তা ভারতের সংবিধানের ধারা ২২৬-এর অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে বাতিল করা উচিত নয়। বলা হয়েছে যে এই আদালত তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বলেছে, সংবিধানের ধারা ২২৬ এবং/অথবা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে এফআইআর প্রাথমিক পর্যায়ে বাতিল করার ক্ষমতা সতর্কতার সঙ্গে

প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি এফআইআর বাতিল করার জন্য ধারা ২২৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার উপযুক্ত মামলা নয়, কারণ এফআইআরে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের তথ্য রয়েছে।

৫. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য বিদ্বান পরামর্শটি দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি।

এটি আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে মামলা যে একই অভিযোগের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা-অভিযোগকারী ধারা ১৫৬ (৩) সিআর.পি.সি এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছেন, যা পণ্ডিত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন রয়েছে, একই অভিযোগ এবং অনুমান সহ অভিযুক্ত এফআইআর রক্ষণযোগ্য হবে না এবং তাই, পুলিশ স্টেশন ফোনি বর্ডার, গাজিয়াবাদ জেলায় দায়ের করা এফআইআর বাতিল এবং বাতিল করার যোগ্য। উপরোক্ত সহজ কারণে ফৌজদারি কার্যবিধি কোনও অভিযোগ মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অভিযোগ মামলা এবং তদন্ত বা বিচারের অনুমতি দেয় এবং এফআইআর অনুসারে পুলিশ দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেয়। এই পর্যায়ে, ধারা ২১০ সিআর.পি.সি উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ পড়েঃ

"২১০. একই অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ মামলা এবং পুলিশ তদন্ত থাকলে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি-(১) যখন কোনও পুলিশ রিপোর্ট (এরপরে অভিযোগ মামলা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ছাড়া অন্য কোনও মামলা দায়ের করা হয়, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত তদন্ত বা বিচার চলাকালীন উপস্থিত হতে বলা হয়, যে পুলিশ দ্বারা তদন্ত চলছে যা তাঁর দ্বারা পরিচালিত তদন্ত বা বিচারের বিষয়, ম্যাজিস্ট্রেট সেই তদন্ত বা বিচারের কার্যধারা স্থগিত রাখবেন এবং তদন্ত পরিচালনাকারী পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইবেন।

(২) যদি তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ১৭৩ ধারার অধীনে কোনও প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ মামলায় অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নেওয়া কোনও অপরাধের বিষয়ে এই ধরনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ মামলাটি এবং পুলিশ রিপোর্ট থেকে উদ্ভূত মামলাটি তদন্ত করবেন বা একসঙ্গে বিচার করবেন যদি উভয় মামলাই কোনও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়।

(৩) যদি পুলিশ রিপোর্ট অভিযোগ মামলার কোনও অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কিত না হয় বা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্টে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা না করেন, তবে তিনি এই কোডের বিধান অনুসারে তদন্ত বা বিচারের সাথে এগিয়ে যাবেন, যা তাঁর দ্বারা স্থগিত করা হয়েছিল।"

সুতরাং, ধারা ২১০ অনুসারে, যখন কোনও পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনও মামলা দায়ের করা হয়, অর্থাৎ, কোনও অভিযোগ মামলায়, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্ত বা বিচার চলাকালীন, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হন যে তাঁর দ্বারা পরিচালিত তদন্ত বা বিচারের বিষয় হওয়া অপরাধের বিষয়ে পুলিশের তদন্ত চলছে, তখন ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের তদন্ত বা বিচারের কার্যধারা স্থগিত রাখবেন এবং তদন্ত পরিচালনাকারী পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইবেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার যদি ধারা ১৭৩ সিআর.পি.সি এর অধীনে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং অভিযোগ মামলার অভিযুক্ত যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করা হলে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ মামলা এবং পুলিশ রিপোর্ট থেকে উদ্ভূত মামলাটি তদন্ত করবেন বা একসাথে বিচার করবেন যেন উভয় মামলা কোনও পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল। এতে আরও বলা হয়েছে যে যদি পুলিশ রিপোর্ট অভিযোগ মামলার কোনও অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কিত না হয় বা ম্যাজিস্ট্রেট যদি পুলিশ রিপোর্টে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা না করেন তবে তিনি তদন্ত বা বিচারের সাথে এগিয়ে যাবেন, যা তাঁর দ্বারা স্থগিত করা হয়েছিল, সিআর.পি.সি এর বিধান অনুসারে।

সুতরাং, কেবলমাত্র একই অভিযোগ এবং পূর্ববর্তী অভিযোগের সাথে একই তথ্যের ভিত্তিতে, একই অভিযোগ এবং বক্তব্য সহ থানায় এফআইআর দায়ের করার কোনও বাধা নেই।

৬. যাইহোক, একই সময়ে, যদি দেখা যায় যে পরবর্তী এফআইআরটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং/অথবা শুধুমাত্র অভিযুক্তকে হয়রানি করার জন্য দায়ের করা হয়েছে, তবে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ বা ৪৮২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাতিল করা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, অভিযোগের মামলাটি সিআর.পি.সি-এর বিধান অনুসারে আরও এগিয়ে যাবে।

৬.১ এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে, ধারা ৪৮২ সিআর.পি.সি এবং/অথবা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ারটি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যধারাকে হয়রানির অস্ত্র হিসাবে অবনমিত হতে দেওয়া উচিত নয়। যখন আদালত সন্তুষ্ট হয় যে ফৌজদারি কার্যধারা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা অভিযুক্তদের উপর চাপ আনার সমান, তখন অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ধরনের কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে।

৬.২ এই আদালত পার্বতভাই আহির বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১৭) ৯ এসসিসি ৬৪১ মামলায় রায়

দিয়েছে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ একটি অগ্রাধিকারমূলক বিধি দ্বারা শুরু হয়। আইনটি উচ্চ আদালতের স্বতন্ত্র ক্ষমতাকে রক্ষা করে, যা সুপ্রিম আদালত হিসেবে প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারে (i) কোনো আদালতের প্রক্রিয়া অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য; অথবা (ii) অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত করার জন্য। একই ক্ষমতাগুলি উচ্চ আদালতের রয়েছে, যখন এটি সংবিধানের ধারা ২২৬ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

৭. এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, উপরে উল্লিখিত, হাতে থাকা মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা পরবর্তী এফআইআর-মূল অভিযোগকারীকে আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং একইভাবে অভিযুক্তের উপর চাপ সৃষ্টি করা বলা যেতে পারে, যা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থেকে প্রদর্শিত হতে পারেঃ

i) চেক নম্বর ০৩৮৬১১ নগদীকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং এটি অভিযোগকারীর ব্যাংক দ্বারা "অপর্যাপ্ত তহবিল" কারণে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল;

ii) কোম্পানি – ভিবিএল অভিযোগকারীকে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের বিধির অধীনে আইনগত নোটিশ প্রদান করেছিল;

iii) এরপর, ৭.১১.২০১৪ তারিখে কোম্পানি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ধারা ১৩৮ এর অধীনে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিল;

iv) এরপর, তিন মাস পর, অভিযোগকারী রেসপন্ডেন্ট নং ১ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩)-এর অধীনে এফআইআর দায়েরের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন, অর্থাৎ ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে;

v) বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট এফআইআর দায়েরের আদেশ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, বিষয়টি অভিযোগ মামলায় পরিণত করে তদন্তের জন্য নির্দেশ দেন এবং অভিযোগকারী রেসপন্ডেন্ট নং ১-কে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০ অনুযায়ী শপথ গ্রহণের সুযোগ দেন (২৩.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশ)। ২৩.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশ ৮.৭.২০১৫ তারিখে বিদ্বান দায়রা জজ কর্তৃক বাতিল করা হয় এবং বিষয়টি পুনরায় বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়, যাতে তিনি একটি বক্তব্যযুক্ত আদেশ প্রদান করেন। এটি বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন রয়েছে;

vi) এরপর, দুই বছর পর, আর১ আপিলকারীদের বিরুদ্ধে একই বিষয়বস্তু এবং অভিযোগ সহ পুলিশ স্টেশন লোনি বর্ডার, জেলা গাজিয়াবাদে আপত্তিকর

এফআইআর দায়ের করেন, যা ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসির অধীনে করা আবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের অনুরূপ। এফআইআরে অপরাধের ঘটনার তারিখ ২৬.০৭.২০১৭ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে;

vii) মনে হচ্ছে যে আর১ তার ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসির অধীনে করা আবেদনটি, যা গত পাঁচ বছর ধরে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন, তার সাথে কোনো অগ্রগতি করছেন না;

viii) এফআইআর-এ, ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসি-এর অধীনে বিচারাধীন আবেদনটির কোনো উল্লেখ নেই, এবং নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ধারা ১৩৮-এ করা অভিযোগেরও কোনো উল্লেখ নেই।

পরিস্থিতিতে, এফআইআরটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বলা যেতে পারে যে আপিলকারীদের হয়রানি করার উদ্দেশ্যে এটি দায়ের করা হয়েছে।

৮. আমরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধারা ১৫৬(৩) সিআরপিসির আবেদন অনুসারে যে অপরাধসমূহের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করছি না, কারণ এটি শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। সুতরাং, যখন আপত্তিকর এফআইআর কেবল আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং অভিযুক্তদের হয়রানি করার জন্য, তখন আমাদের মতামত হল যে উচ্চ আদালতকে সংবিধানের ধারা ২২৬ এবং/অথবা ধারা ৪৮২ সিআরপিসি-র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপত্তিকর এফআইআর বাতিল করা উচিত ছিল, যাতে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত হয়।

৯. উপরোক্ত বিবেচনায় এবং পূর্বোক্ত কারণে, বর্তমান আপিল গ্রহণযোগ্য। আপত্তিকর ফৌজদারি কার্যক্রম/এফআইআর যা মামলা ক্রাইম নম্বর ৭৯০/২০১৭ হিসাবে লোনি বর্ডার পুলিশ স্টেশন, জেলা গাজিয়াবাদে নথিভুক্ত হয়েছে, তা উল্লিখিত কারণে বাতিল করা হলো। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রেসপন্ডেন্ট নং ১-এর করা অভিযোগগুলির বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করি না, কারণ ১৫৬(৩) সিআরপিসি আবেদনের মাধ্যমে কার্যক্রম শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট এখন ঐ আবেদনটির সাথে আইন অনুযায়ী এবং তার নিজস্ব ন্যায় বিচারিক সিদ্ধান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। রেসপন্ডেন্ট নং ১ যদি চায় এবং তাকে পরামর্শ দেওয়া হয় তবে সে ঐ কার্যক্রমের সাথে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১০. এই পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, বর্তমান আপিল অনুমোদিত।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu